সংবাদ

তারিখ 11 APR 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জাতীয় বাজেটের ১৪ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সারাবিশ্বে শিক্ষাই সবচেয়ে উৎপাদনশীল খাত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। তাই জাতীয় বাজেটের ১৪ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। টাকার অঙ্কে নয়, বাজেট অনুপাতে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

গতকাল বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'শিক্ষায় কাম্য বরাদ্দ : প্রাক-বাজেট আলোচনা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা এ কথা বলেন। জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য অধ্যাপক ড. ম আখতারুজ্জামান, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সচিব অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুল হক প্রমুখ।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার মতো বাজেট হবে। যেহেতু অনেক টাকার বাজেট। তাই জাতীয় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

জাতীয় : বাজেটের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা খাতে ১৪ শতাংশ বরাদ্দ রাখলেই হবে। তিনি বলেন, অনুৎপাদনশীল খাতের ব্যয় সংকোচন করে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

শিক্ষায় এ সরকার বেশ ভালো করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা আরও এগিয়ে যেতে চাই। দক্ষতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তা ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। শিক্ষানীতি ২০১০ দলমত নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কাজেই এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য আসন্ন বাজেটে আলাদা করে বরাদ্দ রাখতে হবে। উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের পিছিয়ে থাকার জন্য সামাজিক কারণকে দায়ী করে কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া মানবসম্পদের উন্নয়ন হবে না। তিনি জানান, শিক্ষা আইনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে শিশুদের অধিকার হিসেবে রাখা হবে।

কোচিং এবং নোট বই বন্ধে সরকারকে 'শক্ত' ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কিছু সুবিধাবাদী গ্রুপ গড়ে উঠেছে। তাদের লাগাম টানতে হবে।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ শিক্ষার স্বার্থে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষায় বরাদ্দ রাখার দাবি জানান। তিনি বলেন, শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য যেখানে যতটুকু প্রয়োজন বরাদ্দ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা নিশ্চিত করতে হবে। অপচয়ের ফাঁকফোকর বন্ধ করে বাজেটে শিক্ষায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।